ভোরের কাগজ

তারিখ 21 DEC 1997 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

20

সমাবর্তনে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমকে আরো কর্মমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ করতে হবে

নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ থেকে : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আসন্ন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও চাহিদাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি গবেষণার বুনিয়াদ নির্মাণের প্রাথমিক গুরুদায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমকে আরো কর্মমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গতকাল শনিবারের অনুষ্ঠানে 'সমাবর্তন বক্তৃতা' দেন সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান। তিনি তার ভাষণে বলেন, সকল উৎপাদন খাতের মাঝে, কৃষি খাতে, বাংলাদেশ অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে। টেকসই কৃষির জন্য ও খাদ্যের নিরাপত্তা বিধানকল্পে যে বিনিয়োগ দরকার, তা মিটাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনে ও পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষিবিজ্ঞানীদের আগামীতে একটা বড়ো দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে সাবেক প্রধান বিচারপতি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

সমাবর্তনে অতিথি বক্তা ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হোসেন।

এবার সমাবর্তনে ১৯৯৭ পর্যন্ত ৩৩ জনকে ডক্টর অফ ফিলসফি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত ১৭৯৬ জন এবং ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ২৬২ জন ছাত্রছাত্রীকে সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬টি অনুষদের স্নাতক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

ঘন কুয়াশার কারণে ময়মনসিংহ আসতে প্রধানমন্ত্রীর প্রায় ৩ ঘন্টা বিলম্ব হয়। হেলিকপ্টারের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সড়কপথে ময়মনসিংহে রওয়ানা হন। সকাল ১০টার পরিবর্তে অনুষ্ঠান শুরু হয় দুপুর ১টায়। তবে এই বিলম্বের কারণে অনুষ্ঠানের সমাবেশ ও গাম্ভীর্যের কোনো হানি ঘটেনি।

চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ কৃষিখাত থেকে জাতীয় আয়ের প্রায় ৩৬ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশের যোগান দেওয়া হয়। মোট শ্রমশক্তির ৭১ শতাংশ এর কর্মসংস্থান এখনো কৃষিখাতেই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, দেশের কৃষিবিদদের 'সবুজ সৈনিক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার জন্য কৃষিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার কৃষিবিদদেরকে প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরির মর্যাদা দেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, চলতি বছর খাদ্য উৎপাদন এই প্রথমবারের মতো ২ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নেও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন হল নির্মাণ, একটি আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বেকার কৃষিবিদদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনকে আপগ্রেড করে শাটল ট্রেন চালু করার ঘোষণা দেন।